সেকাল-একালের দ্বন্দ্বে একালের সিনেমার ভূমিকা

চিত্র পরিচালক অনিন্দিতা দাশগুপ্ত-র সঙ্গে আলোচনা করেছেন

সহ সম্পাদক শর্মিলা চন্দ্র

আড্ডার মাঝেই হোক, বা জেনারেশন গ্যাপ-- সেকাল-একাল নিয়ে দ্বন্দ্ব চিরদিনের। কোনটা ভালো, সেকালের সিনেমা না একালের সিনেমা? সেকালের গান নাকি একালের গান? সেকালের সমাজ ব্যবস্থা নাকি একালের সমাজ ব্যবস্থা? এই নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। কোনটা বেশি ভাল, সেকলেরটা না একালেরটা? ভোট নিলে হয়তো বেশির ভাগ মানুষের ভোট সেকালের দিকেই যাবে। তবে একালের সব কিছুই যে মন্দ এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই।

কিছুদিন আগেই চিত্র পরিচালক অনিন্দিতা দাশগুপ্তর সঙ্গে এক আলোচনা প্রসঙ্গে উঠেছিল আগেকার সিনেমা আর এখনকার সিনেমার মধ্যে তফাত্‌টা কোথায়? তাঁর মতে আগেকার সিনেমায় সামগ্রিক জীবনটা তুলে ধরা হত। সেখানে নির্দিষ্ট একটা বিষয়বস্তু থাকত। কিন্তু এখনকার সিনেমা দু ভাগ হয়ে গেছে।

এক, এখন তথাকথিত কমার্শিয়াল সিনেমা তৈরি হচ্ছে, বাঁধা গতে বলা যেতে পারে। সিনেমার শুরুটা দেখলেই শেষটা বোঝা যায়। এবং এই ধরনের ছবিগুলো তৈরি হচ্ছে স্রেফ ব্যবসা করার জন্য।

দুই, এর পাশাপাশি বেশ কিছুদিন ধরে কিছু ভাল ছবিও হচ্ছে। যেখানে শুধুমাত্র যে নারী-পুরুষের জীবনধারা তুলে ধরা হচ্ছে না তাই নয়, তার বাইরেও যে কিছু আছে সেটা তুলে ধরা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে একটা বার্তাপৌছে দেওয়া হচ্ছে। যেমন ২২শে শ্রাবণ, অটোগ্রাফ, হেমলক সোসাইটি। তাঁর মতে শ্রীজিত্‌ মুখার্জি, অঞ্জন দত্ত, অনীক দত্ত-রা সব সময় অন্য ধরার সিনেমা তৈরি করার চেষ্টা করেন। যেমন ভূতের ভবিষ্যতে ভালবাসার একটা অন্য দিক তুলে ধরা হয়েছে।

কথায় কথায় পরিচালকের নিজের ছবির প্রসঙ্গও উঠে এল। কিছুদিনের মধ্যে মুক্তি পাচ্ছে তাঁর ছবি 'বনধ' । যেটা এক কথায় বলা যেতে পারে পলিটিক্যাল বেস ফ্যামিলি ড্রামা। ফিল্মটিতে অনিন্দিতা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু দিক তুলে ধরেছেন। আলোচনার ফাঁকেই তাঁর মুখ থেকে ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য

শুনে খুব ভালো লাগল। সমাজের সাধারণ মানুষের নৈমিত্তিক যন্ত্রণা, যা সমাজের একটা শ্রেণি দেখতে পায় না বা দেখতে চায় না, সেটিকেই সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এই ছবিতে। আমার ধারণা, এই ছবিটি দেখার পর সেকালের ছবি বনাম একালের ছবির বিতর্কে বেশ কিছু মানুষ মানতে চাইবেন, এখনও ভালো ছবি তৈরি হয়।

আলোচনায় হঠাত্ই একটা প্রশ্ন করেছিলাম, কমার্শিয়াল বা আর্ট ফিল্ম বাদ দিয়ে হটাত্ পলিটিক্যাল কেন্দ্রিক সিনেমা করার চিন্তাধারা কেন? তিনি জানালেন, সমাজের প্রতি তাঁর একটা দায়বদ্ধতা থেকেই এই ধরনের সিনেমা করার পরিকল্পনা। পাশাপাশি, বলেছেন, এতদিন সাধারণ মানুষ জেনেছ বনধ হলে কি হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা কে জেনেছে? পরিচালকের মতে, এতদিন নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছবি হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনধারাও তুলে ধরা উচিত্। তাই তাঁর এই প্রচেষ্টা।

তবে একজন পরিচালক হিসেবে তাঁর মতে, সেকালের ছবি ভালো, নাকি একালের? এই দ্বন্দ্ব, তর্ক, বিতর্ক থাকবেই। তবে, যে কোনও সিনেমা বানান উচিত একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে। যার মাধ্যমে সাধারণের কাছে কিছু ভাল বার্তা পৌছানো যায়।